



48964 - কোন নামগুলো আল্লাহর ক্বতেরে ব্যবহার করা সঠিক এই মর্মে কোন নিয়ম আছে কি?

প্রশ্ন

আল্লাহকে المتكلم (বক্তা) বা الباطش (পাকড়াওকারী) নামে অভিহিত করা কি সঠিক। যহেতে তিনি এই কাজগুলো করেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলার সকল নাম তাওক্বফী (অর্থাৎ এক্ষতেরে কুরআন-সুন্নাহতে যা উদ্ধৃত হয়েছে সটোর গণ্ডতি থমে যাওয়া আবশ্যিক; এর চয়ে বাড়ানো বা কমানো যাবে না)। এর ভিত্তিতে আল্লাহ তাঁর কতিবে নিজেকে যে নামে অভিহিত করছেন কথিবা তাঁর রাসূল সহি সূত্রে বর্ণতি হাদসিে তাঁকে যে নামে অভিহিত করছেন সেগুলো ছাড়া অন্য কোন নামে তাঁকে অভিহিত করা সঠিক নয়। যহেতে বুদ্ধিদিয়ে আল্লাহ যে নামসমূহেরে উপযুক্ত সে সব নাম জানা সম্ভবপর নয়। তাই দললিেরে গণ্ডতি থমে যাওয়া আবশ্যকীয়। যহেতে আল্লাহ তাআলার বাণীতে এসছে: “যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নহে সে বিষয়ে আলোকপাত করো না। নিশ্চয় করণ, চক্ষু ও আত্মা প্রত্যেকেটি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসতি হবে।” [সূরা ইসরা বা বনী ইসরাইল; ১৭: ৩৬] এবং যহেতে আল্লাহ নিজেকে যে নামে অভিহিত করেনি সে নামে তাঁকে অভিহিত করা কথিবা তিনি নিজেকে যে নামে অভিহিত করছেন সে নামকে নাকচ করা— আল্লাহর অধিকারেরে ওপর অন্যায় করা। সুতরাং এক্ষতেরে শিষ্টাচার রক্ষা করা আবশ্যিক। আর তা হলো দললিে যা এসছে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা।

পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহতে যা আল্লাহর গুণ হিসেবে কথিবা আল্লাহ সম্পর্কে সংবাদ হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে; তথা ওটা দ্বারা আল্লাহর নামকরণ উদ্ধৃত হয়নি; সটো দিয়ে আল্লাহর নামকরণ করা সঠিক নয়। কেননা আল্লাহর গুণসমূহেরে মধ্যে কিছু গুণ তাঁর কর্মেরে সাথে সম্পৃক্ত। আর আল্লাহর কর্মেরে কোন শেষসীমা নহে; যমেনভাবে তাঁর কথারও শেষসীমা নহে।

আল্লাহর কর্মগত গুণেরে কিছু উদাহরণ হছে: المجيء (আসা), الإتيان (আগমন করা), الأخذ (ধরা), الإمساك (ধরা), البطش (পাকড়াও করা) ইত্যাদি অগণতি আরও অনেক গুণ। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আপনার প্রভু এসছেন।” [সূরা আল-ফাজর, আয়াত: ২২] তিনি আরও বলেন: “আর তিনি আসমানকে তার জায়গায় ধরে রেখেছেন, যাতো তা তাঁর নরিদশে ছাড়া পৃথিবীর ওপর পড়ে না যায়।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৬৫] তিনি আরও বলেন: “নিশ্চয় আপনার প্রভুর পাকড়াও কঠোর।” [সূরা বুরূজ, আয়াত: ১২] অতএব আমরা আল্লাহ তাআলাকে এ সকল গুণে এমনভাবে গুণাবতি করব যভাবে দললিে উদ্ধৃত হয়েছে; কনিতু আমরা এগুলো দিয়ে তাঁকে নামকরণ করব না। আমরা বলব না যে, আল্লাহর নামসমূহেরে মধ্যে রয়েছে: الجائي (আগমনকারী),



الآتي (আগমনকারী), الآخذ (ধারণকারী), الممسك (ধারণকারী), الباطش (পাকাড়ওয়ারী), ইত্যাদি; যদিও আমরা এ শব্দগুলো দিয়ে তাঁর সম্পর্কে সংবাদ দিই কথিবা তাঁকে গুণান্বতি করি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।

দখুন: শাইখ ইবনে উছাইমীনে রচিতি 'আল-কাওয়াদে আল-মুছলা ফি সফিতল্লাহি ওয়া আসমায়হিলি হুসনা' (১৩, ২১)।